২৬-০৯-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নাটকের এখন অন্তিমকাল, ঘরে ফিরতে হবে, অতএব শরীর রূপী কাপড়কে ভুলতে থাকো, নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবতে থাকো"

প্রশ্ন :- কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই কি এমন আশ্চর্যজনক খেলা চলে, যা অন্য যুগে হয় না?

উত্তর :- 'বিচ্ছেদের' ! রাম বিচ্ছেদ করায় রাবণের সাথে। আবার রাবণ বিচ্ছেদ করায় রামের সাথে। সত্যি, খুবই মজাদার খেলা। বাবাকে ভুললেই মায়ার গুলিতে বিদ্ধ হতে হয়, তাই তো বাবা শিক্ষা দেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের স্বধর্মে টিঁকে থেকে, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকেই ভুলতে থাকো। যথেষ্ট স্মরণের পুরুষার্থের দ্বারা দেহী-অভিমানী হও।

গীত : - যে পিয়ার সাথে আছে তার জন্যই বরিষণ আছে....

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা - গীত তো শুনলে তোমরা, কিন্তু তার অর্থ বোঝো নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে। সব কিছুতেই ক্রম-অনুসার আছে, যেহেতু এটাকে কলেজ বা ইউনির্ভারসিটি বলা হয়, সাথে আবার প্রকৃত সৎসঙ্গও এটা। 'সৎ' কেবল একজনই। যিনি কল্পে মাত্র একবারই আসেন। এখন তোমরা সত্যি সত্যিই সত্য বলছো যে তোমরা সেই 'সৎ'-এর সাথেই আছো বি.কে. ব্রাহ্মণেরা সেই সত্য বচনের জ্ঞান সাগরের সম্মুখেই বসে আছে। তাই তো এমন প্রশস্তির গীত গাওয়া হয়, যে প্রিয়তমের হয়, জ্ঞানের আশীর্বাদী-বর্সা তারই জন্য। প্রিয়তম অর্থাৎ বাবা বা পিতা। তার থেকেই জ্ঞানের আশীর্বাদী-বর্সা পাচ্ছো যে তোমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা সঠিকই বুঝতে পারছো, জ্ঞান সাগর, পতিত পাবন এখন তোমাদের সামনে উপস্থিত। তাই তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র বা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছো। সম্পূর্ণ রূপে ফুল হয়ে গেলে, তখন তোমাদের এই (পার্থিব) শরীর আর থাকে না। কুঁড়ি যেমন ধীরে ধীরে ফুলে পরিণত হয়, হঠাৎ করে তা হয় না, একটু একটু করে ফুটতে-ফুটতে সম্পূর্ণ ফুলে পরিণত হয়। কিন্তু এখানে এখনও কেউ সম্পূর্ণ ফুল হওনি। তা হলে তখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে। সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী অবস্থা আসে একেবারে অন্তিম সময়ে। তোমাদের সবারই পুরুষার্থ চলছে এখন। এই বাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। আর ওনারা দুজন হলেন সঙ্গমযুগের অলৌকিক মাতা-পিতা। তোমাদের মধ্যে কেউ কাঁটা, কেউ ফুলের কুঁড়ি। কুঁড়ি থেকে ফুল হতে সময় তো লাগবেই। কুঁড়ির মধ্যেও আবার ক্রমিক অনুসারে আছে, যারা ফুল হতে যাচ্ছো। তার মধ্যেও আবার কেউ অনেকটা, কেউ সামান্য রূপে আবার কেউ বা অর্দ্ধেকটা। একদিন তো সম্পূর্ণ হবেই। তোমাদের এটা একটা ফুলের বাগান। তোমরা নিজেরাই তা বোঝো, কাঁটা থেকে কুঁড়ি যখন হয়েছো, এরপর ফুল তো অবশ্যই হবে। তার জন্যই তো এই পুরুষার্থ করা। অবশ্য কেউ কেউ কুঁড়ি অবস্থাতেই ঝরে পড়ে যায়। কেউ বা আবার একটু ফোটার পর ঝরে যায়, মায়ার ভীষণ তুফান লাগে যার। এমন কি সেন্টার খোলার পরেও কেউ কেউ শেষ হয়ে ঝরে পড়ে যায়। মায়া এমনই শক্তিশালী। এ যেন রাম-রাবণের দড়ি টানাটানি খেলা।

বাচ্চারা, এই যে রাম-রাম বলা হয়, তা কিন্তু ত্রেতার রামকে স্মরণ করা হয় না। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে এই রাম-রাম বলা হয়। রাবণকে বোঝানো হয় রামের বিপরীত হিসাবে। রাম অর্থাৎ বাবা,

আর রাবণ হলো মায়া যা শত্রু। মায়াও যথেষ্ট শক্তিশালী। এদের এই খেলা একে অপরকে ছাড়ানোর। রাম তোমাদেরকে মায়া-রাবণের থেকে বিচ্ছেদ ঘটায়। মায়াও তেমনি তোমাদেরকে বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়। তাই তো বাবা বলেন- দেহ সহিত দেহের যত সম্বন্ধ-এর যা কিছু আছে, মন-বুদ্ধি থেকে সবকিছুই ত্যাগ কর। আমি বা আমার .....এমন দেহ সম্পর্কিত সর্ব ধর্মই ত্যাগ কর। ভুলে যাও আমি অমুক, অমুক ধর্মের, এসব ভুলে আত্মার স্বধর্মে এসে স্থিত হও। দেহের সম্বন্ধযুক্ত সবকিছুকে ত্যাগ করে নিজেকে একা ভাবো। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিষের প্রতি ত্যাগ ভাব রাখতে হবে। নিজেকে অশরীরী ভাবতে হবে। বাবার (প্রকৃত বাচ্চা) হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবাকে ভুললেই মায়ায় বোম্-এ কুপোকাৎ হয়ে পড়বে। অতএব বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থে নিজেকে ব্যস্ত রাখো। মায়া যে খুবই শক্তিশালী। বাবার হয়ে গেলেও মায়া কিন্তু চেষ্টা করবে বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটাবার। বাবা কিন্তু কারও সাথেই ত্যাগ-বিচ্ছেদ করেন না। পূর্বেও অর্দ্ধ-কল্প তোমরা এই বাবাকেই স্মরণ করে এসেছো। তোমরাই সেই সম্পূর্ণ ভক্তরা, যারা ভক্তি-মার্গের সূচনা করেছিলে। তাই তো বাবা এসে তোমাদেরকে মায়ার কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটায়। বাবা জানাচ্ছেন- "নিজেদরকে আত্মা ভাবো।" দেহরূপী এই পোশাককে ভুলতে থাকো। একথা মনে রেখো, এবার তোমাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। তোমরা সবাই এই বিশ্ব-নাট্যমঞ্চের অভিনয়কারী অ্যাক্টর মাত্র। জাগতিক নাটকেও চরিত্র অভিনয়-কারীরা জানে যে আর ৫ থেকে ১০ মিনিট বাদেই তাদের সেই খেলা শেষ হতে চলেছে। এরপর তো ঘরে ফেরার পালা। একথা স্মরণে তখনই আসে, যখন নাটক শেষের পর্যায়ে - শুরুতে কিন্তু এমনটা মনে হয় না। তেমনি তোমরাও জানতে পেরেছো, এই জন্মই তোমাদের ৮৪-জন্মের শেষ জন্ম। অন্তিমের অবশিষ্ট সময় আর কতই বা? তাই তোমাদের মনে এখন কেবল একটাই ভাবনা হবে - কতক্ষণে স্বর্গ-রাজ্য বা সুখধামে গিয়ে পৌঁছবে? বাবা জানাচ্ছেন, বি.কে.-দের এই জন্মটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহার্ঘ। একমাত্র তোমরা পাণ্ডবেরাই শ্রীমৎ অনুসারে চলে খুব বড় সেবায় রয়েছো। যা কিন্তু গীতা বা অন্য শাস্ত্রে এ সবের উল্লেখ নেই। এই ব্রহ্মাবাবাও অনেক শাস্ত্রাদি এবং অনেক গুরুর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের সবারই নিজের-নিজের কর্ম-কর্তব্য আছে। শাস্ত্র তো পরে লিপিবদ্ধ হয়। তাই শাস্ত্রকারেরা প্রকৃত তথ্য জানবেই বা কি প্রকারে? অবশ্য এসবও ঘটে থাকে পূর্ব নির্ধারিত ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদিরও আবার পুনরাবৃত্তি হয় নিজ-নিজ সময় অনুসারে। গীতা-ই সর্ব শাস্ত্রের শিরোমনি অর্থাৎ মাতা-পিতা। তাই গীতাকে গীতা মাতা বলা হয়। অন্য কোনও ধর্ম-গ্রন্থকেই 'মা' বলে অভিহিত করা হয় না। একমাত্র 'গীতা'-কেই 'মা' বলা হয়। আচ্ছা, গীতার রচয়িতা কে? যেমন আগে পুরুষ তার স্ত্রীকে গ্রহন করে! বিয়ের সময় পুরুষকে বলতে হয়, এই মহিলা আমার স্ত্রী। পুরুষ সেক্ষেত্রে রচয়িতা। এরপর তাদের (রচনা) সন্তান হলে তখন বলে আমার সন্তান। সন্তানও তেমনি বলে, ইনি আমার পিতা। তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান। তোমরাও তেমনি বলো-"বাবা আমরা তোমার-ই সন্তান। এতকাল ধরে মায়ার মত অনুসারে চলেছি, কিন্তু এখন থেকে কেবল তোমার মত অনুসারেই চলবো। মায়া তো আর এভাবে মুখের দ্বারা শ্রীমত দেয় না। মায়া তার চাল-চলনে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়। আর এখানে তো স্বয়ং বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে মুখের বাণী দ্বারা সহজ-সরল ভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলেন।

বাচ্চারা, তোমরা সবাই ভারতবাসী। এই ভারতই মুকুটধারী ছিল। এখন সেই দুটির একটিও নেই। না তো দৈবী ভাবের আর না পবিত্রতার। একদা যার চর্চা হতো বিশুদ্ধচেতার। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই জন্যই বলা হতো 'হার হোলীনেস' এবং 'হিজ-হোলীনেস'। যেমন জাগতিক সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়

'হিজ-হোলীনেস'! কিন্তু প্রবৃত্তি-মার্গে তা বলা হয় না। প্রবৃত্তি-মার্গেও স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকতে পারে। যেমন সত্যযুগে উভয়েই পবিত্র থাকে। যাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলা হয়। যেহেতু সত্যযুগে শরীর ও আত্মা উভয়ই পবিত্র থাকে। কিন্তু বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় এই দুটোই পবিত্র থাকতে পারে না। যা তোমরা নিজেরাই বাবার সন্মুখে বসে তা শুনছো, একেই বলা হয় জ্ঞান-অমৃত-এর আশীর্বাদী-বর্সা। জাগতিক যা কিছু আশীর্বাদ হিসাবে পাও, প্রকৃত অর্থে তা বিষের বর্সা। তাই তো গীত রচিত হয়েছে- "অমৃত-পান ছেড়ে আমি কেনই বা বিষ-পান করবো।" তোমরা এখন সেই জ্ঞান-অমৃতই পান করছো এখানে, যা ভক্তি মার্গে কেবল গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এখানেই সেই জ্ঞান-অমৃত পাওয়া যায়। আর এই কারণেই অমৃতসর নাম হয়েছে। যদিও তেমন জলাশয় আরও কতই আছে। যেমন মানসরোবর। এই মানসরোবর মানুষদের সেই সরোবর নয়, তা হলো জ্ঞান অমৃতের সরোবর। তাকেই জ্ঞান মান-সরোবর বলা হয়। যেমন জ্ঞান সাগর-এর অনেক নদী, খাল, ছোট জলাশয় থাকে- তাও আবার ক্রমিক অনুসারে। বাচ্চারা, এবার তোমরা বুঝতে পেরেছো, কল্প পূর্বেও এভাবেই বাবা বুঝিয়েছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আবার। তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগের পাঠ শিখছো। যার দ্বারা কল্প-পূর্বে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়েছিলে। স্বর্গের প্রজারাও নিজেদেরকে মালিক-ই বলবে। যেমন ভরতবাসীরা বলে- "আমার ভারত মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ"! কিন্তু সেই ভারতেরই স্থান আজ সবার নীচে। যে ভারত একদা ছিল শ্রেষ্টাচারীর নিদর্শন, সেই ভারতেই আজ এত ভ্রষ্টাচারী। অন্য কোনও ভূ-খণ্ডের এমনটা হয় না। সব ধর্মের লেকেরাই জানে, ভারতই সর্ব-প্রাচীন ভূ-খণ্ড, যখন অন্যদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। অতএব সত্যযুগে কেবল ভারতবাসীরাই ছিল। খ্রীষ্ট-অব্দের তিন হাজার বর্ষ পূর্বে, একমাত্র এই ভারত ভূ-খণ্ডই ছিল, যখন আর কোনও ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। নতুন সেই দুনিয়ায় তখনকার ভারত ছিল একেবারেই নতুন যা এখন অতি পুরোনো ভারতে পরিণত। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। কিন্তু এসব বিষয়গুলি সেভাবে কারোরই বুদ্ধিতে সেভাবে খেলে না, অথচ যা খুবই সহজবোধ্য। বাবা তোমাদের সেগুলিই বোঝাচ্ছেন, যার বাস্তব রূপ দিচ্ছো তোমরা, তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের মাধ্যমে। তোমাদের ক্রমিক অনুসারে তোমরাই প্রকৃত ব্যাস-মুণির কাজ করছো। প্রকৃত গীতা তো তোমরাই শোনাও। এর জন্য তোমাদের কোনও পুঁথি-পুস্তক হাতে রাখতে হয় না। তোমরা বি.কে.-রা যে 'রূপ-বসন্ত'। তোমাদের আত্মাই বাবার থেকে গীতার জ্ঞান শোনে। তোমাদের মন-বুদ্ধিতে কেবলমাত্র এই এক বাবা। কোনও গুরু-গোঁসাই, সাধু-সন্ত এসব কিছুই নেই তোমাদের বুদ্ধিতে। তোমরাই তা বলো- জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার থেকে সরাসরি এই জ্ঞানের পাঠ শুনছো। ওনাকেই আবার 'সৎ-শ্রী-অকাল' বলা হয়। কি মিষ্টি এই শব্দ। তাই তো আকালী লোকেরা এত উচ্চ-স্বরে বলে -'সৎ-শ্রী-অকাল' .....!

বাচ্চারা, এখানে তোমরা জ্ঞান-ড্যান্স-ই করো, তাই তো বলা হয় -"সচ্ তো বিঠো নাচ্" -(যেখানে সত্যতা সেখানে মন সদা খুশীতে নাচতে থাকে)! এরপর তোমরাই তো সত্যযুগে পৌঁছে রাস-বিলাস করবে। যেমন মীরা-ও ধ্যানের মাধ্যমে একাই রাসলীলা করতেন, যদিও তা ছিল ভক্তি-মার্গের। তোমরা তা ভক্তি-মার্গের মতন কর না। দিব্য-দৃষ্টিদাতা বাবা স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। অনেক বাচ্চারই সাক্ষাতকার হয়, তার ফলে লোকেরা ভাবে এটা কোনও জাদু। তোমাদের পাঠের অঙ্গ ধ্যান আর এই তোমরা যখন ধ্যানের মাধ্যমে কোথাও পৌঁছাও, তা যেন খুব সহজ খেলা মনে হয় তোমাদের। যেখানে কোনও বিশেষ বিষয় থাকে না, কোনও নম্বরও থাকে না। খেলা-ধুলায় আবার কোনো নম্বর হয় নাকি? তেমনি এখানকার এই ধ্যানের খেলাতেও জ্ঞানের কোনও নম্বর

পাওয়া যায় না। এখানে যে খেলা-ধুলা হয় তাকে অব্যক্ত খেলা বলা হয়। যেমন জাগতিক খেলাকে বলা হয় ব্যক্ত-খেলা। যারা রাসলীলা করে, তারাও কোনও নম্বর পায় না। বাবা বলেন-"ধ্যানের চাইতে জ্ঞানই ভাল, জ্ঞানই শ্রেষ্ট। ধ্যানের দ্বারা কেবল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু তোমাদের এটা তো রাজযোগ। যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে তোমাদের অন্তরে ও বুদ্ধিতে। লোকেরা তাদের চর্ম-চক্ষুতে দেখে ভাবতে থাকে, আমি অমুক হবো। কিন্তু এখানকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো আগামী ভবিষ্যতে রাজকুমার বা রাজকুমারী হবার। পরবর্তীতে তোমরাই আবার মহারাজা-মহারাণী হও। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া যদি কেউ কলেজের ক্লাসে বসে থাকে, তবে তাকে আর কি বলা যায়? যেমন ভারতের সৎ-সঙ্গগুলিতে কোনও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই নেই। তোমাদের এই বিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি বা পাঠশালাও বলতে পারো। কিন্তু কোনও সৎ-সঙ্গকেই পাঠশালা বলা যায় না।

বাচ্চারা, পতিত পাবন গড় ফাদারলী ইউনিভার্সিটিতে তোমরা পড়ছো। সমগ্র দুনিয়াকেই তোমরা পবিত্র স্বর্গ-রাজ্য বানাও, তোমাদের নিজেদেরও জন্য। যে যা বানাবে, সেই তাই ভোগ করবে। কারণ এমন তো আর হয় না যে, সবাই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হবে। অনেকেই নরকবাসীও হবে। যারা দ্বাপর থেকেই ভক্তি-মার্গে থাকে, কেবল তারাই স্বর্গবাসী হবে। বাকীদের সবাইকে সরষে দানার মতন পিষে শেষ করা হবে। আত্মারা বাবার সাথেই আপন ঘরে ফিরে যাবে। কত বড় বিনাশ-পর্ব হবে তা। এখন তো কত অধিক সংখ্যায় লোক দুনিয়াতে। কে বসে বসে তার গননা করবে। চেষ্টা করলেও সঠিক হিসাব করতে পারবে না। সব কিছুরই বিনাশ হবে। যার উদাহরণ ঐ বিশাল বটবৃক্ষ, কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে যা দাঁড়িয়ে আছে বহুদিন ধরেই। যার মূল কাণ্ডটাই আজ আর নেই। যা আছে সবই তার শাখা-প্রশাখা, সেটাই এখন পুরো গাছ। তেমনি দেবী-দেবতা ধর্মও আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা মোটেই বলা যাবে না, তার মূল আজ আর নেই। পচা-গলাও কিছু না কিছু চিহ্ন তো থাকবেই। প্রায় লুপ্তের মানে হলো খুব কমই যা অবশিষ্ট আছে। চিত্রেও তা দেখানো আছে। এই ভারত ভূ-খণ্ডেই একদা লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। কিন্তু মায়া-রাবণ যে লোকেদের বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে রেখেছে। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অতি বুদ্ধিমানদের থেকেও জ্ঞানী। লোকেদের বুদ্ধি থাকলেও তাতে তালা লেগে যাওয়ায় তারা এখন পাথরের মতন নির্বুদ্ধিধারী হয়ে আছে। বাবা এখন তাদেরকেই অর্থাৎ আত্মাদের পরশ-পাথরের মতন দিব্য- সুবুদ্ধিসম্পন্ন বানাচ্ছেন। বুদ্ধি আত্মাতেই অবস্থান করে। তাই তো বলা হয়, অমুকের বুদ্ধি যেন পাথরের মতন, কারওকে বলা হয় মোষের মতন বুদ্ধি। এখানকার ব্যাপারটাও তেমনই। যে ভাবেই বোঝাও না কেন, কোনও ভাবেই সে বুঝবে না। যেহেতু তারা যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। শ্রীমৎ সদাই বলে- বাচ্চারা, অন্ধের যষ্টির (লাঠির) মতন হয়ে অপরের সাহায্যকারী হও তোমরা। শ্রীমতে যা শুনবে অন্যদেরকেও তা শোনাবে। প্রয়োজনে এই সেবার জন্য অনেক দূর যেতে হলেও যাও। এখানে বসে তো আর তা হবে না।

এখানে তোমরা জ্ঞান আর যোগ দুটিই শিখছো। নিজেরাই শিববাবার সামনে বসে সহজ রাজযোগ শিখছো, বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাবার জন্য। এখানে তোমাদের আসার কারণই হলো বিষ্ণুপুরীর রাজধানীতে পৌঁছবার লক্ষ্যে। তার জন্য অবশ্য বিষ্ণুর বিজয় মালাতে নিজের স্থান করে নিতে হবে। অবিনাশী এই ড্রামার রহস্যগুলিকেও তোমরা খুব ভালভাবেই জানতে পেরেছো। বিষ্ণুপুরীতে সর্বদাই দেবতারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সত্যযুগের আদিতে তারাই রাজা-রাণী হন। কিন্তু এই কলিযুগের অন্তিমে কারওকেই রাজা-রাণী বলা যায় না। কিন্তু গভর্নমেন্ট-এর

সাহায্যকারীকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ ভাবেই রায় সাহেব, রায় বাহাদুর উপাধিতেও ভূষিত করে গভর্নমেন্টই। কিন্তু বাস্তবে তোমরাই এখন সবচেয়ে বড় উপাধিতে ভূষিত হও। তোমরাই 'হার হোলীনেস', 'হিজ হোলীনেস', মহারাজা-মহারাণী হও আগামী ভবিষ্যতের। তাই তোমরা 'ডবল-মুকুটধারী'! প্রথমে হয় 'হোলী রাজ্য', তারপর 'আনহোলী রাজ্য'-(প্রথমে শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র রাজ্য ও তারপরে ভ্রষ্টাচারী অপবিত্র রাজ্য)। বর্তমানে তা 'আনহোলী' অর্থাৎ কোনও রাজ্যই নেই। প্রজার দ্বারাই পরিচালিত প্রজার রাজ্য। এই ড্রামাকেই ভালভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের নমন জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রোজ মান-সরোবরে জ্ঞান অমৃতের স্নান করে আত্মা আর শরীর উভয়কেই পবিত্র বানাতে হবে। মায়ার মতকে ত্যাগ করে বাবার মত অনুসারে চলতে হবে।

২) সঙ্গমের এই সময় হলো অমূল্য সময়। এই সময়েই শ্রীমৎ অনুসারে চলে সেবা করতে হবে। প্রকৃত ব্যাস-মুনি হয়ে সত্য গীতা শুনতে হবে আবার শোনাতেও হবে। 'রূপ-বসন্ত'-র মতন হতে হবে।

বরদান :- সম্বন্ধে সন্তুষ্টতা রূপী স্বচ্ছতাকে ধারণ করে সদা হাল্কা আর খুশীতে থেকে প্রকৃত পুরুষার্থী ভব

বিস্তার :- সারাদিনে অনেক প্রকারের আত্মাদের সাথেই সম্বন্ধ হয়। তা চেক করো, সারাদিনে নিজের সন্তুষ্টতায় আর সম্বন্ধে এসে অন্য আত্মাদের সন্তুষ্টতার পারসেন্টটেজ কতটা ছিল? সন্তুষ্টতার লক্ষণে নিজেও মনে হাল্কা আর খুশীতে থাকবে এবং অন্যেও খুশী হবে। সম্বন্ধের স্বচ্ছতা অর্থাৎ সন্তুষ্টতাই সেই সম্বন্ধের সত্যতা আর স্বচ্ছতা। তাই তো বলা হয় - "সচ্ তো বিঠো নাচ্"! (যেখানে সত্যতা সেখানেই মন সদা খুশীতে নাচতে থাকে) প্রকৃত পুরুষার্থী সদা খুশীতেই নাচতে থাকে।

স্লোগান :- যার মনে কোনও কারণেই দুঃখ আসে না, সে বেগমপুরের বে-ফিকির বাদশা।